B.A 2nd Semester (General)

Paper - CC3

Section - A.

শুকনাসোপদেশঃ

□ 'শুকনাসোপদেশ' পাঠ্যাংশ অবলম্বনে লক্ষ্মীর দ্বারা অনুগৃহীত রাজাদের অবস্থা বর্ণনা কর।

উজ্জয়িনীর রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের প্রতি উপদেশ-দানের অবসরে মহামন্ত্রী শুকনাস লক্ষ্মীর বিচিত্র স্বভাবের কথা এবং লক্ষ্মীর দ্বারা অনুগৃহীত রাজাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। এই লক্ষ্মী চঞ্চলা। বেদান্তদর্শন প্রতিপাদিত মায়ার মতো ইনি অঘটনঘটনপটিয়সী, ইনি ভ্রমরীর মতো এক রাজার কাছ থেকে সতত অন্য রাজার কাছে গমন করেন, ইনি গুণের কদর করেন না, বিদ্যার মর্যাদা দেন না, সৎ ব্যক্তিকে দুর্জন বলে মনে করেন, পরাক্রমশালী ব্যক্তিকে কন্টক জ্ঞানে পরিহার করেন, উদারচিত্ত ব্যক্তিকে উন্মত্ত বলে মনে করেন।

এরূপ দুরাচারিনী লক্ষ্মীর দ্বারা আশ্রিত হলে রাজারাও দুরাচারসম্পন্ন হয়ে ওঠেন। অভিষেকের সময়ে রাজাদের সেই ঔদার্য যেন মঙ্গল কলসের জলে প্রক্ষালন করে ফেলে। হোমের ধোঁয়ায় তাঁদের হৃদয় হয় মলিন। পুরোহিতের কুশরূপ সম্মার্জনী তাদের ক্ষমাগুণ যেন অপসারিত করে দেয়। লক্ষ্মীর দ্বারা আলিঙ্গিত এসব রাজারা পরিণাম চিন্তা করেন না। জয়ধ্বনির কোলাহল যেন সৌজন্যের প্রশংসাকে নীচে ফেলে রাখে এবং পতাকার দ্বারা তাদের যশ যেন মুছে যায়। সম্পদের দ্বারা প্রলুব্ধ হয়ে রাজারা জ্ঞানী ব্যক্তির নিন্দার পাত্র হয়ে পড়েন। অত্যধিক বিষয়বাসনায় অক্লান্ত এঁরা ইন্দ্রিয়গন দ্বারা কষ্টভোগ করেন। এঁরা যেন মন্ত্রশক্তির বশীভূত হন। এঁরা যেন সোজা পথে চলেন না, সোজা কথা বলেন না, পাপাচরনে রাজাদের কর্তব্যপথে চলার শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়। তাঁরা পঙ্গুর মতো অপরের দ্বারা পরিচালিত হন। রজোগুনের প্রভাবে এঁদের চিত্ত কলুষিত হয় এবং এঁরা সেই কলুষিত চিত্তের দ্বারা নিকটবর্তী আত্মীয় পরিজনদেরও কলুষিত করে তোলেন। মিথ্যার আশ্রয়ে মিথ্যাচরন করেন। রাজার চোখ-ওঠা লোকের মতো ঐশ্বর্যবশতঃ তেজস্বী লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে পারেন না, ভয়ংকর সাপ কামড়ালে লোকে যেমন ওঝার মন্ত্রেও চৈতন্য লাভ করে না,

Scanned by CamScanner

রাজারাও তেমন অমাত্যদের মন্ত্রনা সত্ত্বেও নিজেদের কর্তব্য বুঝতে পারেন না, এঁরা গর্ববশত অন্যের প্রতাপ সহ্য করতে পারেন না, অত্যধিক ধনতৃষ্ণাবশতঃ সমগ্র জগৎকে ধনময় দেখান। ক্ষতিকারক ও তোষামদকারী বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে রাজারা অত্যধিক মদ্যপানের দ্বারা নিজেদের প্রকৃতিকে অত্যন্ত উগ্র করে তোলেন, রাজনীতিক্ষেত্রে অন্যের পরামর্শে পরিচালিত হয়ে প্রজাদের সমূহ ক্ষতিসাধন করেন। দন্ডের অযথাযথ প্রয়োগের দ্বারা লক্ষ্মীর দ্বারা অনুগৃহীত এসব রাজারা সৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তিদের বিনষ্ট করেন।

এই রাজারা মোহাচ্ছন্ন থাকেন, তাঁদের বিচারবুদ্ধি ঠিকপথে চলে না বলে তাঁরা কার্যের পরিণাম দেখতে পান না, এইরাজাদের বাড়িতে নীচপ্রকৃতিসম্পন্ন লোকেদের আনাগোনা চলে, কারন, ধনলোভে, রাজার প্রসাদকামনায় নীচপ্রকৃতিবিশিষ্ট, খলস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরা এসে রাজার চারপাশে ভীড় জমায়। রাজচরিত্র অত্যন্ত দুর্জ্ঞেয়। লক্ষ্মীর প্রভাবে রাজাদের বুদ্ধিভ্রম হয়। বিদ্যুতের ন্যায় ক্ষনস্থায়ী সম্পদের লোভে এঁরা উন্মত্ত হয়ে ওঠেন। পাপাচরনের দ্বারা রাজারা যেন ক্রমেই সর্বাঙ্গদেহ বিশিষ্ট হন। সে অবস্থায় রাজারা কাম ও ক্রোধ-জনিত নানা প্রকার দোষের আশ্রয় হন।

লক্ষ্মীর প্রভাবগ্রস্ত নির্বোধ রাজাদের আরও অনেক বিড়ম্বনা ঘটে। মোহের ঘরে থাকেন বলে এই রাজারা বঞ্চনাচতুর খলব্যক্তিদের ব্যাজস্তুতি বুঝতে পারেন না, এই স্বার্থসাধনতৎপর মোসাহেবগন রাজাদের দোষগুলিকেও গুন বলে প্রতিপন্ন করেন। এঁরা নিজেদের দেবতা বলে ভাবতে শুরু করে দেন। এঁরা এতই উদ্ধত হয়ে ওঠেন যে, দেবতা ও বরেণ্য ব্রাহ্মনদের প্রতি ভক্তিভাব পর্যন্ত পোষন করেন না। হিতকামী অমাত্যের উপদেশে বিরক্ত বোধ করেন। শুকনাস তাই অনার্য ও দুরাচারিনী লক্ষ্মীর দ্বারা অনুগৃহীত এবং স্বার্থপর ধূর্তদের দ্বারা প্রতারিত, নীতিভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, সুখকামী, কামনাসক্ত, দুর্বিনীত ও অসহিষ্ণু রাজাদের কথা উল্লেখ করে চন্দ্রাপীড়কে সচেতন করে দিয়েছেন।

Sukumar Khonda.

Scanned by CamScanner